অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম রেজা ওরফে শামিমকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালতের একটি বেঞ্চ।

গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারক বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো: খায়রুল আলম এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে এই ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাকে গ্রেফতার বা হয়রানি না করার জন্য পুলিশকেও নির্দেশ দিয়ে অন্তবর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন আদালত।

শামিম রেজা গ্রেফতার এড়াতে গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের আইনজীবী গোপাল চন্দ্রর মাধ্যমে জামিন আবেদন করেন।

শামিম রেজা মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের বড় ছেলে। তিনি রাশিয়ান ভিত্তিক অনলাইন জুয়া সাইট লাইন বেটের মাস্টার এজেন্ট।

এর আগে চলতি বছরের ২৫ আগস্ট শামিম রেজার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন মেহেরপুর পুলিশের সাইবার অপরাধ বিভাগ। মামলায় শামিমসহ আরো ১৫ জনকে আসামি করা হয়।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন-গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, নুরুপুরের বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে মো: পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।

গত ১৩ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

জানা গেছে, তিন বছর আগে বাবার ছোট রাইস মিল চালিয়ে কোনমতে সংসার চালাতেন শামিম রেজা। হঠাৎ করে আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে বনে গেলেন কোটিপতি। কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তুলেছেন হার্ডওয়ার ব্যবসা। যেভাবে পাইলিং দিয়ে ভবন তৈরি করছেন তাতেও খরচ হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। ছোট ভাইকে রাজধানীর একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। মোটরসাইকেলে নতুন মডেল আসলেও সেটি হতে হয় শামিম ও তার ছোট ভাই সোহাগ রানার জন্য। বর্তমানে দুই ভাই দুটি ইয়ামাহা ব্র্যাণ্ডের আরওয়ানফাইভ মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন। এলাকাতে কয়েক বিঘা জমিও কিনেছেন।

বর্তমানে তিনি কক্সবাজারের ফাইভ স্টার হোটেল ‘সাইমান’ এ অবস্থান করছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তাহের অন্তবর্তীকালীন জামিন পেয়ে ফুরফুরে মেজাজে সময় কাটাচ্ছেন। সাথে আছেন তার শিষ্য দিলিপ হালদারসহ কয়েকজন এজেন্ট। বর্তমানে কত টাকার মালিক তিনি তা কেউ জানে না। তার ছোট ভাই সোহাগ রানা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যান। আর সকল কিছুই এসেছে অনলাইন জুয়ার দৌলতে। অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট হিসেবে যে কয়জন রয়েছেন শামিম রেজা তাদের একজন। তিনি নিজেই চালান একাধিক এজেন্ট চ্যানেল। খবর রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি এগুলো পরিচালনা করছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শামিম রেজা করোনার প্রথম দিকে ওয়ান এক্স বেটে কাজ করলেও পরবর্তিতে রাশিয়ান কোম্পানী লাইনবেট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে একাই শুরু করেন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা। কয়েকটি এজেন্ট নিয়ে কাজে লাগান বেশ কয়েকজন যুবককে। তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে আটক হয়েছে নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী ও সুমন নামের চার যুবক। নিমাই হালদার, সুমন আলী ও সুমন আদালতে শামিম রেজার হয়ে কাজ করেন বলে স্বাকারোক্তিও দিয়েছেন। প্রসেনজিৎ হালদার আদালতে স্বীকারোক্তী না দিলেও অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত একাধিক সূত্র তাকে শামিমের এজেন্ট বলে নিশ্চিত করেছেন।

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, শামিম রেজা এজেন্ট হয়ে কাজ করেন তার ছোট ভাই সোহাগ রানা, নিমাই হালদারের চাচাত ভাই দিলিপ হালদার, কোমরপুর গ্রামের আজিবার আলীর ছেলে শিপলু রানা, কুদ্দুস আলীর ছেলে আকাশ আলী। তবে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়া ও পুলিশের

অভিযান শুরু হলে সকলেই এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এজাহার থেকে জানা গেছে, শামিম রেজা পুলিশের এজাহার ভুক্ত অনলাইন জুয়ার অন্যতম আসামি। মামলার প্রধান আসামি বদুরুদ্দোজা রয়েলকে আটকের পর তার স্বীকারোক্তীতে শামিম রেজাসহ আরো ১৫ জনের নাম করে পুলিশের কাছে।

শুধ শামিম রেজা নয়, “অনলাইন জুয়ার দূর্গ” ক্যাটাগরি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার সাথে মাস্টার এজেন্টদের (রাঘববোয়াল) কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। সংবাদে ইতোমধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম ও পরিচয় উঠে এসেছে। ক্রমান্বয়ে বাকিদের অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হবে। যার অংশ হিসেবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার কারণে উঠেপড়ে লেগেছে পুলিশ প্রশাসন। এছাড়ার সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনলাইজ জুয়ারিদের নজরদারিতে রেখেছে বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে সংবাদ রয়েছে।

জানা গেছে, বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেন্সি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। আর অনলাইন জুয়ার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম। যে গ্রাম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে পুরো দেশকে।

রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে । এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল ইতোমধ্যে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে পুলিশ। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা

কাজ শুরু করেছেন।
পুলিশের একটি সুত্রটি জানায়, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার
কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত ছিলেন এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর তাদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরও কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। এক মাসে একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে মুজিবনগর উপজেলার কয়েকজনকে আটক করে তাদের স্বীকারোক্তিতে এসব তথ্য জানতে পেরেছে।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়া নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিমের

অনুসন্ধানে নতুন নতুন এজেন্টদের খবর পাওয়া যাচ্ছে। রাতারাতি কোটিপতি বনে যাওয়া এসব অনলাইন জুয়ার হোতাদের দৌরাত্মে নি:স্ব হচ্ছে বহু তরুণ। খুব সহজেই অঢেল টাকার মালিক বনে যাওয়ায় তারা কাউকেও পরোয়া করছেন না। এখনো যারা ধরা পড়েননি বা যাদের নাম সংবাদে আসেননি তারা বুক ফুলিয়ে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিননের সঙ্গেই থাকুন। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সামনে অনলাইন জুয়ার সংবাদ তুলে ধরা হবে।(চলবে…)

অভিনেতা মাসুম আজিজ আর নেই

একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনয়শিল্পী ও নাট্যকার মাসুম আজিজ আর নেই। সোমবার বেলা ২টা ৪৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তার মৃত্যুর খবর গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ।

মাসুম আজিজ দীর্ঘদিন ক্যান্সার ও হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় গত বৃহস্পতিবার সকালে তাকে ‘লাইফ সাপোর্টে’নেওয়া হয়।

তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে গেছেন। মাসুম আজিজের দাফনের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

মাসুম আজিজ একাধারে অভিনয়শিল্পী, চিত্রনাট্যকার ও নাট্যনির্মাতা হিসেবে পরিচিত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থিয়েটারে কাজের মাধ্যমে তার অভিনয়ের শুরু। ১৯৮৫ সালে তিনি প্রথম টিভি নাটকে অভিনয় করেন।

তিনি হুমায়ূন আহমেদের ‘উড়ে যায় বকপক্ষী’, সালাউদ্দিন লাভলুর ‘তিন গ্যাদা’সহ অসংখ্য টিভি নাটকে অভিনয় করেছেন।

২০০৬ সালে ‘ঘানি’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন মাসুম আজিজ।

‘গহীনে শব্দ’, ‘এই তো প্রেম’, ‘গাড়িওয়ালা’সহ বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এ ছাড়া সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘সনাতন গল্প’ পরিচালনা করেছেন। ২০২২ সালে একুশে পদক পেয়েছেন মাসুম আজিজ।

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

শামিম রেজা। বয়স আনুমানিক ২৯ থেকে ৩০ বছর। মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের বড় ছেলে। তিন বছর আগে বাবার ছোট রাইস মিল চালিয়ে কোনমতে সংসার চালাতেন।

হঠাৎ করে আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে বনে গেলেন কোটিপতি। কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তুলেছেন হার্ডওয়ার ব্যবসা। যেভাবে পাইলিং দিয়ে ভবন তৈরি করছেন তাতেও খরচ হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। ছোট ভাইকে রাজধানীর একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। মোটরসাইকেলে নতুন মডেল আসলেও সেটি হতে হয় শামিম ও তার ছোট ভাই সোহাগ রানার জন্য। বর্তমানে দুই ভাই দুটি ইয়ামাহা ব্র্যাণ্ডের আরওয়ানফাইভ মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন।

এলাকাতে কয়েক বিঘা জমিও কিনেছেন। কক্সবাজারের ফাইভ স্টার হোটেল ‘সাইমান’ এ মাঝে মাঝে প্রমোদ বিলাসে যান শামিম রেজা। সাথে থাকে তার শিষ্য দিলিপ হালদারও। বর্তমানে কত টাকার মালিক তিনি তা কেউ জানে না। তার ছোট ভাই সোহাগ রানা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যান। আর সকল কিছুই এসেছে অনলাইন জুয়ার দৌলতে। অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট হিসেবে যে কয়জন রয়েছেন শামিম রেজা তাদের একজন। তিনি নিজেই চালান একাধিক এজেন্ট চ্যানেল। খবর রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি এগুলো পরিচালনা করছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে শামিম রেজার এসকল তথ্য উপাত্ত উঠে এসেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শামিম রেজা করোনার প্রথম দিকে ওয়ান এক্স

বেটে কাজ করলেও পরবর্তিতে রাশিয়ান কোম্পানী লাইনবেট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে একাই শুরু করেন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা। কয়েকটি এজেন্ট নিয়ে কাজে লাগান বেশ কয়েকজন যুবককে। তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে আটক হয়েছে নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী ও সুমন নামের চার যুবক। নিমাই হালদার, সুমন আলী ও সুমন আদালতে শামিম রেজার হয়ে কাজ করেন বলে স্বাকারোক্তিও দিয়েছেন। প্রসেনজিৎ হালদার আদালতে স্বীকারোক্তী না দিলেও অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত একাধিক সূত্র তাকে শামিমের এজেন্ট বলে নিশ্চিত করেছেন।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, শামিম রেজার এজেন্ট হয়ে কাজ করেন তার ছোট ভাই সোহাগ রানা, নিমাই হালদারের চাচাত ভাই দিলিপ হালদার, কোমরপুর গ্রামের আজিবার আলীর ছেলে শিপলু রানা, কুদ্দুস আলীর ছেলে আকাশ আলী। তবে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়া ও পুলিশের অভিযান শুরু হলে সকলেই এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এজাহার থেকে জানা গেছে, শামিম রেজা পুলিশের এজাহার ভুক্ত অনলাইন জুয়ার অন্যতম আসামি। মামলার প্রধান আসামি বদুরুদ্দোজা রয়েলকে আটকের পর তার স্বীকারোক্তীতে শামিম রেজাসহ আরো ১৫ জনের নাম করে পুলিশের কাছে। সেই মামলা দায়েরের দেড় মাসেরও বেশি অতিবাহিত হলেও এসকল অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্টরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন। শামিম রেজা ও তার লোকজন এলাকাতে না থাকলেও মামলার অন্য আসামিরা এলাকাতেই থাকেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে পুলিশের অভিযান টের পেলেই তারা এলাকা থেকে পালিয়ে যান।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মামলার অন্য আসামিরা হলেন-গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, নুরুপুরের বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে মো: পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে

বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।

জানা গেছে, বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেনসি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুম ন করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। আর অনলাইন জুয়ার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম। যে গ্রাম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে পুরো দেশকে।
রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে । এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল ইতোমধ্যে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে পুলিশ। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।

পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

জানা গেছে, অনলাইনে জুয়া খেলা পরিচালনার জন্য (ওয়ানএক্সবিট, লাইনবেট, মেলবেট, বেট ৩৬৫ ডটকম, প্লেবেট ৩৬৫ ডটকম, বিডিটি ১০ ডটকম, উইনস ৬৫ ডটকম ও বেটস্কোর২৪ ডটকমসহ ২৩০ টি সাইটের মাধ্যমে এই জুয়া খেলা পরিচালিত হচ্ছে।
পুলিশের একটি সুত্রটি জানায়, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।
তবে এ ব্যাপারে শামিম রেজার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে এলাকাই পাওয়া যায়নি। এমনকি তার বর্তমান ব্যবহৃত ফোন নম্বরও পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত ছিলেন এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর তাদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরও কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। গত এক মাসে শুধুমাত্র একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হয়েছে এক কোটি ৪৩ লাখ টাকা। গতমাসে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বাদল হালদারের ছেলে নিমাই হালদার ও গোপালপুর দক্ষিণপাড়া এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েল (৩৬) ডিবি পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাদের কাছ থেকে এমন তথ্য জানতে পারে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল।

পড়ুন অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

অনলাইন জুয়া নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিমের অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। নতুন নতুন এজেন্টদের খবর পাওয়া যাচ্ছে। রাতারাতি কোটিপতি বনে যাওয়া এসব অনলাইন জুয়ার হোতাদের দৌরাত্মে নি:স্ব হচ্ছে বহু তরুণ। খুব সহজেই অঢেল টাকার মালিক বনে যাওয়ায় তারা কাউকেও পরোয়া করছেন না। এখনো যারা ধরা পড়েননি বা যাদের নাম সংবাদে আসেননি তারা বুক ফুলিয়ে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিননের সঙ্গেই থাকুন। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর

প্রতিদিন পাঠকদের সামনে অনলাইন জুয়ার সংবাদ তুলে ধরা হবে।(চলবে…)

অনলাইন জুয়ার ৩৩১ সাইট বন্ধ

অনলাইন জুয়ার ৩৩১টি ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিয়েছে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক থেকে সম্প্রতি এগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে বিটিআরসি জানিয়েছে।

গতকাল সোমবার কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এসব সাইটকে গুগল অ্যাপ, ফেসবুক ও ইউটিউব লিংক বন্ধের জন্য রিপোর্ট করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ক্রেডিট বা ডেভিড কার্ড সহজলভ্য হওয়ায় অনেকেই ঝুঁকে পড়েছে অনলাইন জুয়ার দিকে। কয়েকটি অপরাধী চক্র এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা পাচার করছে।

কমিশনের ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা সেলের’ নিয়মিত নজরদারির অংশ হিসেবে সম্প্রতি এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

বিটিআরসি জানিয়েছে, গুগল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া বা বাজি সংক্রান্ত ১৫০টি গুগল অ্যাপ বন্ধের জন্য রিপোর্ট করেছে বিটিআরসি। ইতোমধ্যে গুগল কর্তৃপক্ষ প্লে স্টোর থেকে ১৪টি অ্যাপ বন্ধ করেছে এবং অবশিষ্ট অ্যাপ বন্ধ করার জন্য যাচাই-বাছাইসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

জুয়া খেলার মাধ্যমে অর্থপাচারের সুযোগ তৈরি হওয়ার কথা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অ্যাপের নিয়ম অনুযায়ী খেলার চিপস কিনতে প্রয়োজন পড়ে নগদ অর্থ, ক্রেডিট বা ডেভিড কার্ড। এগুলোর মাধ্যমেই অপরাধী চক্র দেশ থেকে টাকা পাচার করে থাকে।

মোবাইল অ্যাপ ছাড়াও অপরাধীরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা ডোমেইনের মাধ্যমে সরাসরি অনলাইন গেইম বা জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে জানিয়েছে বিটিআরসি।

অনলাইনে জুয়া বা বাজির ওয়েবসাইটে বিটিআরসির এ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুরে আবারও অভিযান চালিয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও মুজিবনগর থানা পুলিশ। এসময় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে সাদ্দাম হোসেন (৩০) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক সাদ্দাম হোসেন আব্দুর রশিদ সর্দারের ছেলে।

মঙ্গলবার রাত ১১ টার দিকে ডিবির ওসি সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম যৌথ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় সাদ্দামের ব্যবহৃত চারটি এনড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে পুলিশ তাকে আটক করার আগেই টের পেয়ে সে পালাতে না পারলেও জুয়ার সাইট ব্যবহার করা অ্যাপগুলো আগে থেকে আনস্টল করে দেয়।

বুধবার দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তার কাছে থেকে একটি জুয়ার এজেন্ট নাম্বার উদ্ধার করা হয়েছে। পরে বিকালে তাকে মুজিবগরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। এসময় সাদ্দাম হোসেনের ৭দিনের পুলিশি রিমাণ্ড আবেদন করা হয়েছে। পরবর্তি শুনানির দিন রিমাণ্ডের আবেদন শুনানি হবে।

মেহেরপুর ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, আটক সাদ্দাম হোসেনের ৭ দিনের পুলিশি রিমাণ্ড চেয়ে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এনিয়ে পুলিশ গত এক মাসে জুয়ার সাথে জড়িত ৬ জনকে আটক করলো। তারা হলেন বদরুদ্দোজা রয়েল, নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী, মোস্তাফিজুর রহমান সুমন এবং সাদ্দাম হোসেন।

আর পড়ুন: মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

তবে পুলিশের এজাহার ভুক্ত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা অনলাইন জুয়ার মামলার ১৫ আসামি এখনো অধরা রয়েছেন। গত ২৫ আগস্ট তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। মামলা দায়েরের দেড় মাস হতে চললেও ওই ১৫ জনের কেউ এখনো আটক হয়নি। ফলে অনলাইন জুয়া কার্যক্রম তারা বিভিন্ন স্থান থেকে চালিয়ে যাচ্ছে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, ২৪ আগস্ট বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েলকে আটক করার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদে জড়িত নাম স্বীকার করে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আরও পড়ুন: ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

কোমরপুর গ্রামের সোনা গাইনের ছেলে মাহফুজুর রহমান ওরফে নবাব, গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের ছেলে শামীম, একই গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।

মাস্টার মাইণ্ড খ্যাত বেশ কয়েকজন এখনো ধরাছোয়ার বাইরে রয়েছেন। যাদের নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে গত দুই পর্বে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। সম্প্রতি আটক সাদ্দাম হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশিত অনলাইন জুয়ার হোতাদের একজন প্রশিক্ষিত মাস্টার এজেন্ট বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে তথ্য রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে রাশিয়ায় পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের কয়েকজন জনপ্রতিনিধি, কয়েকজন শীর্ষ ছাত্র নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা।

আরও পড়ুন: মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল একের পর এক অনলাইন জুঁয়ার দূর্গে হানা দেওয়া শুরু করেছেন। এদিকে ডিবির অভিযানে ওই দুই জুয়াড়ি গ্রেফতারের পর বাকিরা এলাকা থেকে গাঁ ঢাকা দিয়েছে বলে জানান ডিবি পুলিশের একটি সুত্র।

গোয়েন্দা সংসস্থার মতে, মেহেরপুর জেলাতে কোনোভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছেনা অনলাইন জুয়ার। রাতারাতিই কোটিপতি বনে যাচ্ছেন অনেকে। জুয়াড়িরা বিভিন্ন অ্যাপস ও সাইট ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন গেমিং বেটিং বা বাজি খেলার সাইটে জুয়ায় মেতে উঠেছে।
বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেনসি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো।

রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত। এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছেন। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।
জানা গেছে, অনলাইনে জুয়া খেলা পরিচালনার জন্য (ওয়ানএক্সবিট, মেল বেট, লাইন বেটসহ বেশ কয়েকটি সাইটের মাধ্যমে এ জুয়ার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

আরও পুড়ুন: অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

সুত্রটি জানান, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে

প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

এছাড়া মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত সম্পদের পরিমান। আগামীতে অনলাইন জুয়ার মাস্টার মাইণ্ড হিসেবে যারা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের সম্পদের বিস্তারিত নিয়ে প্রকাশ করা হবে। (চলবে…)

বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে টেলিযোগাযোগ সেবায় বিঘ্ন

জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে রাজধানীসহ দেশের বড় এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। এতে টেলিযোগাযোগ সেবায় বিঘ্ন ঘটার খবর পাওয়া গেছে। মোবাইল ইন্টারনেট, খুদে বার্তা পাঠানো ও ফোনকলে সমস্যা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

মোবাইল ফোন অপারেটরদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব) এক বিবৃতিতে বলেছে, বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে এমন সমস্যা হচ্ছে। সাময়িক সময়ের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা বিঘ্নিত হতে পারে।

সাময়িক এ অসুবিধার জন্য গ্রাহকদের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করেছে এমটব।

জানা গেছে, কোনো কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে জেনারেটর দিয়ে বিটিএস বা মোবাইল টাওয়ার ২ থেকে ৫ ঘণ্টা চালু রাখা যায়। কিন্তু দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকলে জেনারেটর দিয়েও বিটিএসের কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয় না।

স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি এমএএস ইমন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ

স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার কার্যনির্বাহী পরিষদের ২০২২-২০২৪ নির্বাচনে ১৪টি পদের বিপরীতে প্রত্যেক পদে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। কমিটিতে এমএএস ইমন সভাপতি এবং মো: সাব্বির আহমেদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম, আবু নাছের ইকবাল চৌধুরী, সুমি আলম, যুগ্ম সম্পাদক জামাল উদ্দিন খান টিপু, কোষাধাক্ষ শহীদুল ইসলাম, কার্যকরী সদস্য পর্শিয়া সুলতানা, হাফেজ মাওলানাসাগর আহমেদ শাহীন, মোহাম্মদ হানিফ, লিটু মুন্সি, মোহাম্মদ সোহেল আলী, নুরুন নবী, আব্দুল হাকিম নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি এমএএস ইমন আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান, রাজধানী টিভির চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
গত ৩ অক্টোবর সোমবার চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর ১৪ পদের বিপরীতে কোনো প্রার্থী না থাকায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী বজলুর রশীদ ও রিটার্নিং কর্মকর্তা আশরাফ আলী শেখ প্রার্থীদের নির্বাচিত ঘোষণা করেন।
এর আগে চলতি বছরের ৬ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনার তফসিল ঘোষণা করেন। আগামী ১০ই অক্টোবর ২০২২ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন ধার্য ছিলো।
উচ্চ আদালতের রিট পিটিশনং ১৯৪০/২০১৩, আপিল বিভাগের সিপি ১৩৩/২০১৭, সিআরপি ৩২/২০১৯ এর আদেশ মোতাবেক এতিমখানার প্রশাসক ও সমাজসেবা অধিদফতর এর পরিচালক উপসচিব মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী নির্বাচন অনুষ্ঠানে এতিমখানার গঠনতন্ত্র মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য গত ২০০৪ সনে সলিমুল্লাহ এতিমখানার ২ বিঘা জমি তৎকালীন কমিটি এতিমদের স্বার্থ খর্ব করে ডেভলপার কোম্পানিকে প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এতিমখানার চারজন ছাত্র বাদী হয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করলে উচ্চ আদালত ১৮ তলা ভবনসহ জমি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে অতিদ্রুত

এতিমখানার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের নির্দেশ প্রদান করেন। উচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

এর আগে গত ৯ জুন ২০২২ রাজধানীর আজিমপুরে স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার জায়গায় আবাসন প্রতিষ্ঠান কনকর্ডের তৈরি ১৮ তলা বিল্ডিং এতিমখানার পক্ষে বাজেয়াপ্তের রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ কনকর্ডের রিভিউ আবেদন খারিজ করে দেন।
আদালতে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের (এইচআরপিবি) পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। এতিমখানার আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ ওয়াই মসিউজ্জামান এবং ব্যারিস্টার আকতার ইমাম। কনকর্ডের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ।
পরে আইনজীবী মনজিল মোরসেদ জানান, রিভিউ খারিজের ফলে আগের রায় বহাল রয়েছে। ১৯০৯ সালে ঢাকার নবাব ‘সলিমুল্লাহ এতিমখানা’ স্থাপন করে এবং পরবর্তী সরকারের নিকট হতে আজিমপুর সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সময় জমি লিজ নিয়ে পরিচালনা করে আসছে। গত ২০০৩ সালের ২২ জুলাই এতিমখানার সভাপতি শামসুন্নাহার ও সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট জি এ খান আহসান উল্লাহ এতিমখানার ২ বিঘা জমি ডেভলাপার কোম্পানি কনকর্ডের কাছে হস্তান্তর করেন। এতিমখানার সম্পত্তি অবৈধ হস্তান্তর সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ পায়। পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর তা সংযুক্ত করে চারজন ছাত্রের পক্ষে রিট পিটিশন দায়ের করেন মনজিল মোরসেদ। পরবর্তীতে ওই রিট পিটিশনে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) পক্ষভুক্ত হয়।
রিট আবেদনে বলা হয়, এতিমখানার সম্পত্তি সরকারে নিকট থেকে লিজ নেওয়া এবং লিজ চুক্তিতে এতিম খানার সম্প্রসারণের জন্য বিনামূল্যে দেয়া হয় এবং শর্ত ছিল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোনো কাজে জমি ব্যবহার করা যাবে না। তা স্বত্বেও এতিমখানার সভাপতি ও সেক্রেটারি সম্পূর্ণ অবৈধভাবে আর্থিক লাভবান হয়ে এতিমখানার সম্পত্তি কনকর্ড গ্রুপের নিকট হস্তান্তর করেছিল।
২০১৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এক রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের হাইকোর্ট

বেঞ্চ আজিমপুরে স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার জায়গায় আবাসন প্রতিষ্ঠান কনকর্ডের তৈরি ১৮ তলা বিল্ডিং এতিমখানার পক্ষে বাজেয়াপ্ত করে চার দফা নির্দেশনা দিয়ে রায় দেন।

আদালত এতিমখানা রক্ষায় চার দফা নির্দেশনা দিয়েছেন। সেগুলো হলো- ক. আজিমপুর এতিমখানার সম্পত্তি সংরক্ষণ করতে হবে, খ. এতিমখানার সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কে ২০১৩ সালের ২২ জুলাইয়ের দলিল এবং ২০১৪ সালের ১৩ এপ্রিলের আমমোক্তার নামা দলিল বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ সেগুলো শুরু থেকেই বাতিল। গ. এতিমখানার জায়গায় কনকর্ডের তৈরি ১৮ তলা বিল্ডিং এতিমখানার পক্ষে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এবং ঘ. কনকর্ডকে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে স্থাপনা ও সম্পত্তি এতিমখানাকে বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে। ব্যর্থতায় সরকারকে সম্পত্তি বুঝিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং এতিমখানার প্রয়োজনে ডেভেলপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
ওই রায়ের পর আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল দায়ের করে কনকর্ড। যেটি ২০১৮ সালের ১২ মার্চ খারিজ হয়ে যায়। পরে তারা রিভিউ করেন। সেই রিভিউও খারিজ হয়ে যায়।

৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে ঢাকা জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে ১৮ তলা বিল্ডিংটি এতিমখানার কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এলপিজি গ্যাসের দাম কমল ৩৫ টাকা

বেসরকারি তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম কমেছে। ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৩৫ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ২০০ টাকা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি), যা এত দিন ১ হাজার ২৩৫ টাকা ছিল।

রোববার সন্ধ্যা ৬টা থেকে নতুন এই দাম কার্যকর হবে এক সংবাদ সম্মেলনে অক্টোবর মাসের জন্য নতুন এই দাম ঘোষণা করে বিইআরসি।

নতুন দাম অনুযায়ী, প্রতি কেজি এলপিজির দাম ১০০ টাকা। অন্য

সিলিন্ডারগুলোর দাম এই অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

গাড়ির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রতি লিটার অটো গ্যাসের দাম পড়বে ৫৫ টাকা ৯২ পয়সা, যা গত মাসে ছিল ৫৭ টাকা ৫৫ পয়সা।

এর আগের মাসে ১২ কেজি এলপিজিতে দাম বেড়েছিল ১৬ টাকা।

গত বছরের ১২ এপ্রিল দেশে প্রথমবারের মতো এলপিজির দাম নির্ধারণ করে বিইআরসি। এর পর থেকে প্রতি মাসে দাম সমন্বয় করা হচ্ছে।

বেশ কয়েক মাস ধরে ভোক্তারা নির্ধারিত দামে এলপিজির কিনতে পারছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। এ অভিযোগের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে জানতে চাইলে বিইআরসির চেয়ারম্যান আবদুল জলিল বলেন, বেশি দামে কেউ সিলিন্ডার কিনলে রশিদসহ বিইআরসিতে অভিযোগ করলে আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব। কিন্তু কোনো গ্রাহকই সংস্থাটির কাছে অভিযোগ করেন না বলে দাবি করেন বিইআরসির চেয়ারম্যান।

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

গত পর্বের ফলোআপ

অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজের শিক্ষক নুরুল ইসলাম ওরফে লালন ও জামান উদ্দিনকে শোকজ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তবে কি করতে হবে না জানা থাকায় মাদার আলীকে এখনো শোকজন করেননি সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

গত ২৫ সেপ্টম্বর “এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে, প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় চলেন তাঁরা, অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা, মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার” শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ হয় । সংবাদ প্রকাশের পর থেকে বিভিন্ন স্থানে ধর্ণা দেওয়া শুরু করেছেন ওই চারজন।

মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ওমর খৈয়াম উষা মেহেরপুর

প্রতিদিনকে বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের তাদের দুই শিক্ষক নুরুল ইসলাম ও জামান উদ্দিনের বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার মূল হোতা হিসেবে সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রকাশের কারণে তাদের দুজনকে শোকজ করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত অভিযোগের জবাব দিতে বলা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। তারা কলেজের বাইরে কি করেন তা বলতে পারবো না।

তবে, সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাজুল ইসলাম বলেন, লাইব্রেরীয়ান মাদার আলীর বিরুদ্ধে প্রকাশিত সংবাদ দেখেছি। এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকায় শোকজ করতে পারিনি। এমনকি তার বিরুদ্ধে কি করণীয় তাও জানিনা। আগামীকাল (আজ) রবিবার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা স্যারের কাছে জেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আরও পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

স্থানীয় বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, চারজনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর থেকে চারজনই এলাকা থেকে আত্মগোপনে রয়েছেন। নুরুল ইসলাম ও জামান উদ্দিনের দায়িত্ব নিয়ে মাদার আলী বিভিন্ন মহলে দোড়ঝাপ শুরু করেছেন। এমনকি নুরুল ইসলাম ও জামান উদ্দিনের কাছে থেকে মাদার আলী আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন বিষয়টি ম্যানেজ করা হবে বলে।

অপরদিকে, সংবাদ প্রকাশের দিনই প্রথমে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদককে মোবাইল ফোনে হুমকি দিয়ে দেখা করতে আসবেন বলে জানান অনলাইন জুয়ার হোতা মুকুল ইসলাম। কিন্তু পরে তিনি আর আসেননি।

ওই দিনই সন্ধ্যায় মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে আসেন আরেক হোতা মাদাার আলী। তিনি এক বছর আগে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ছিলেন বলে স্বীকার করেন। তবে বর্তমানে এই জগতের কারো সাথে তার যোগাযোগ নেই বলে দাবী করেন। অন্য দুই হোতা নুরুল ইসলাম ও জামান উদ্দিনের তার যোগাযোগ নেই বলে দাবী করলেও তাদের দেওয়া লিখিত প্রতিবারে প্রতিটি কথা হুবুহু মিলে গেছে। যা থেকেও মেহেরপুর প্রতিদিন ধারণা করছে তারা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

নুরুল, মাদাার, মুকুল ও জামানের সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সূত্র থেকে তাদের সাথে জড়িতদের তালিকা মেহেরপুর প্রতিদিনের হাতে এসেছে। মেহেরপুর প্রতিদিন তালিকা হাতে পাওয়ার পর

অনুসন্ধান অব্যহত রেখেছে। তালিকার মধ্যে থেকে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজনের সম্পৃক্তার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। তবে এ অনলাইন জুয়ার এ গ্রুপটি শুধু মেহেরপুর থেকেই নয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনলাইন জুয়া এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন।

আরও পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সিআইডির কাছে কয়েকজন জুয়ার এজেন্ট আটকের পর রাশিয়ান জুয়া সাইট ওয়ান এক্সবেট বাংলাদেশে বন্ধ করে দেয় প্রতিষ্ঠানটি। এখন তারা মেইলবেট ও লাইনবেট সাইটের মাধ্যমে জুয়ার লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন। মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামসহ বেশ কয়েকটি গ্রামের প্রায় দুই শতাধিক এজেন্ট সারা বাংলাদেশে এ জুয়া নিয়ন্ত্রণ করছেন। এতে এজেন্টরা কোটিপতি বনে গেলেও নি:স্ব হচ্ছে হাজার হাজার তরুণ ও যুবকরা।

বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে কয়েকজন আটক হয়েছে। আটকের ফলে অন্যরা এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। কৌশলে জেলার বাইরে থেকেও লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে মেহেরপুরের সাইবার ক্রাইম বিভাগ ও ডিবি পুলিশ যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ৫ জনকে আটক করেছেন। তাদের স্বাকারোক্তি অনুযায়ী আরো ১৫ জনকে আসামি করে একটি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেছেন। মামলার অন্যান্য আসামিরা পলাতক রয়েছে। পুলিশের স্বীকারোক্তিতে একটি চ্যানেল থেকে দিনে দেড় কোটি টাকা লেনদেনের তথ্যও দিয়েছে তারা।

২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। গত পর্বে অনলাইজন জুয়ার মূল হোতা চারজনকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হয়। সে সংবাদের কিছুটা এখানে তুলে ধরা হলো।

চার হোতাদের মধ্যে জামান উদ্দিন ওরফে মাস্টার ও নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার দুজনই মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু কলেজটি এখনো এমপিও ভুক্ত হয়নি। তারা দুজনই মুকুল ইসলামের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। অপরদিকে, মাদার আলী মাস্টারও নিজেই এ অনলাইন জুয়ার হোতা হয়ে উঠেছেন।

আরও পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

জামান মাস্টার ঢাকার একটি গার্মেন্টেসে চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে তিনি নিজ গ্রামে চলে আসেন। কলেজ শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি নবাব ও মুকুলের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। এর পর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কোমরপুর বাজারে ডাচ বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট নিয়ে ব্যাংকিং ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। মূলত অনলাইনের লেনদেনগুলো যেন তার ব্যাংকে থেকেই করতে পারেন। পাশাপাশি কেউ যেন সন্দেহ করতেও না পারেন তাকে। কোথায় থেকে এত টাকা মালিক হচ্ছেন। বছর তিনেক আগে মাটির ঘরে বসবাস করলেও বর্তমানে আলিশান বাড়ি তৈরি করেছেন। ব্যবহার করেন দামি মোটরসাইকেলও।

নুরুল ইসলাম ওরফে মাস্টার গরিব ঘরের সন্তান। তিনি মুজিবনগর আদর্শ কলেজের শিক্ষক। তিনিও জড়িয়ে পড়েন অনলাইন জুয়ায়। শুরু করেন লাইনবেট অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে। পরবর্তিতে তিনি কেদারগঞ্জ বাজারে সিটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। তার পাশে মার্কেন্টাইল ব্যাংক নামের আরেকটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। পরবর্তিতে আরো একটি ব্যাংকের এজেন্ট নেন। তিনি স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, কয়েকমাস আগে তিনি একই দাগে প্রায় কয়েক বিঘা জমি কিনেছেন প্রায় কোটি টাকা দিয়ে। দুই তলা বিশিষ্ট বাড়িও করেছের নিজ গ্রামে। আর এ সবকিছুর উৎস অনলাইন জুয়া।

মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার। তিনি কোমরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। অথচ কোটি টাকা খরচ করে ২তলা বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি লাইনবেট সাইটের এজেন্ট তিনি। তিনি নিজেও এই লেনদেনের সাথে জড়িত এবং তার ছেলে অনিক ঢাকা থেকে তার এসকল লেনদেন করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ছেলে অনিক ঢাকায় বাসা ভাড়া করে অভিযাত জীবনযাপন করেন বলে জানা গেছে।

মাদার আলীকেও কয়েক মাস আগে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিলো বলে পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে। পুলিশ সুপারের নামে স্থানীয় অনলাইন এজেন্টদের কাছে টাকা তোলার অভিযোগ ছিলো তার বিরুদ্ধে।

এই তিনজনই স্থানীয় প্রভাবশালী এক নেতার সানিধ্য থেকে নিজেদের বড় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দাবী করেন। এমনকি সুযোগ পেলেই জনপ্রতিনিধিদের সাথে ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিয়ে নিজেদের জানান দেন। অভিযোগ রয়েছে তাদের নাম যেন কোন সংবাদে না

আসে কয়েকজনকে সাংবাদিককেও মাসোহারা দিয়ে থাকেন।

আরও পড়ুন অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

অপরজন, মুকুল ইসলাম। তিনি অনলাইন জুয়ার মূল হোতা। তিনি কোমরপুর গ্রামের ইজারুল ইসলামের ছেলে। তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি ইনকামের নেশায় মাহফুজুর রহমান নবাবের সাথে অনলাইন জুয়া খেলায় জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তিতে তার মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট চ্যানেল দিয়ে পুরো এলাকা অনলাইন জুয়ায় ছাপিয়ে দেন। বিভিন্ন জনের কাছে থেকে বিভিন্ন অংকের টাকা নিয়ে তিনি লাইনবেটের এজেন্ট বিক্রি করেন। এবং একই সঙ্গে নিজেও জুয়া খেলেন। অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন জনের কাছে থেকে তিনি চ্যানেল বিক্রির নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন কিন্তু অনেককেই চ্যানেল দিতে পারেননি। তিনি নিজেও জুয়া খেলে চ্যানেল বিক্রির টাকা নস্ট করে সর্বশান্ত হয়েছেন। অন্যান্যরা কোটিপতি হলেও তিনি জুয়ায় হেরে ধীরে ধীরে নি:স্ব হচ্ছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে গতকাল এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। অনুসন্ধানে ওই চারজনের বিরুদ্ধে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের সম্পদের হিসাব নিকাশও পাওয়া গেছে। আরো গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে ধরা হবে। ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের তথ্য তুলে ধরবে মেহেরপুর প্রতিদিন। (চলবে..)

এ সংক্রান্ত আরো অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

৩০ নভেম্বরের মধ্যে এসএসসির নির্বাচনি পরীক্ষার ফল

আগামী ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনি পরীক্ষা গ্রহণ করে চলতি বছরের ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ফল প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড।

বুধবার কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মো. আবুল বাশারের সই করা অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা যায়।

এতে বলা হয়, ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনি পরীক্ষা নিয়ে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ফল প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এর আগে গত ১২ এপ্রিল সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি জানান, ২০২৩ সালের এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষা এপ্রিল ও এইচএসসি, আলিম ও সমমান পরীক্ষা জুন মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

সাধারণত প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি এবং এপ্রিলে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু করোনার সংক্রমণের কারণে পুরো শিক্ষাপঞ্জি এলোমেলোভাবে চলছে। সেই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ সেপ্টেম্বর শুরু হয় চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষা আর এইচএসসি পরীক্ষা আগামী নভেম্বরে শুরুর কথা রয়েছে।